র‍্যাগিংয়ে জড়িত থাকার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) তিন শিক্ষার্থীকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের আল আমিন, গণিত বিভাগের সোহেল রানা ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বারিউল হক মুবিন। যবিপ্রবির প্রশাস বিশেষ সভায় শনিবার দুপুরে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) আবদুর রশিদ।

রিজেন্ট বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করেন যবিপ্রবির উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। সভায় আরও ১০ শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতে র‍্যাগিংয়ে জড়িত থাকবে না উল্লেখ করে অভিভাবকের সম্মতিসহ ৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে মুচলেকা দিতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মুচলেকা না দিলে ওই শিক্ষার্থীদের এক বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হবে। এ ১০ শিক্ষার্থী হলেন পদার্থী বিভাগের শেখ জুবায়ের, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের রায়হান রহমান রাব্বি, কেমিকৌশল বিভাগের পারভেজ মিয়া ও এসবি সানাউল্লাহ সাকিব, পরিবেশ ও খালিদুজ্জামান সৌরভ, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের রাফিউর রহমান অপূর্ব, কেমিকৌশল বিভাগের সালমান মোল্লা, পরিবেশবিজ্ঞান প্রক্রিয়া শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিনারি কমিটি ‘রুলস অব ডিসিপ্লিন ফর স্টুডেন্টস’ অনুযায়ী এসব সিদ্ধান্ত নেয়। রিজেন্ট বোর্ডের সভায় তা দ্রুতই আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে। তদন্ত কমিটির মতে, ১৭ এপ্রিল এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ মসিয়ূর রহমান হলের ৩২০ নম্বর কক্ষ থে সাব্বির আলমকে ডেকে নেওয়া হয়। তারপর গণিত বিভাগের সোহেল রানা, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বারিউল হক মুবিন এবং পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগে করেন। এতে সাব্বির জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ওই কক্ষে উপস্থিত অন্য ১০-১৫ শিক্ষার্থী তাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করে আসছিল বলেও তদন্তে বে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং এক থেকে দেড় ঘণ্টা হাসপাতালে না নিয়ে সময়ক্ষেপণ করা হয়। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হ করা হয় যশোর হাসপাতালে। এ বিষয়ে প্রশাসনের কাছে কোনো অভিযোগ না করার জন্য তাকে হুমকি দেওয়া হয়। র‍্যাগিংয়ের ঘটনা ধামাচাপা দে হেল্থ সায়েন্স বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে রিজেন্ট বোর্ডের সভায় তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়।

Shares

যুগান্তর ইউটিউব চ্যা

আরও খবর